

## প্রসঙ্গ: প্রথম আলোর আলপিনের কার্টুন

গত ১৭ সেপ্টেম্বর সোমবারের প্রথম আলোর রম্য ম্যাগাজিন আলপিনে প্রকাশিত ‘নাম’ নামক একটি কার্টুনের বিরুদ্ধে তথাকথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। কার্টুনটি আমিও পরে দেখেছি। অথচ এর মধ্যে আহামরি এমন কিছু ছিল না যে এ নিয়ে এত ঝগড়া করার প্রয়োজন আছে। সারা দেশের মানুষের চোখে এই কার্টুনটিতে অশোভনীয় কিছুই চোখে পরলোনা অথচ বাইতুল মোকাররমের একশ্রেণীর আলেম ওলামা হুজুর মোল্লা এর মধ্যে মহা গর্হিত কিছু খুজে পেলেন! আশ্চর্যের বিষয় এখানে। দেশের সাধারণ মানুষের চোখে ঐ কার্টুন হয়তো চোখেই পড়েনি। সাধারণ মানুষ কোনো অভিযোগ জানায় নি অথচ কিছু মৌলবাদি আলেম ওলামা হঠাৎ করে এটা নিয়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। সামান্য এই ব্যাপারটি নিয়ে প্রথম আলোর মত সনামধন্য পত্রিকা কে তারা নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানালো শুধু তাই নয় সম্পদককেও গ্রেফতারের দাবি জানালো। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ঐ মৌলবাদিদের পক্ষ অবলম্বন করলো! আমাদের দেশের তথাকথিত ‘প্রগতিশীল’ বুদ্ধজীবীরাও (যারা নাকি মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলেন) কাপুরুষের মত নীরব ভূমিকা পালন করলেন! ২০ বছরের সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ বাচ্চা ছেলে কার্টুনিষ্ট আরিফুর রহমান কে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হলো! সে সরলমনেই কার্টুনটি তৈরী করেছিল। এর পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। অথচ রাষ্ট্র ঐ মৌলবাদিদের তাবেদারী করলো। আমরা সবাই জানি মুফতি ফজলুল হক আমিনী কিরকম লোক। তার দলে লক্ষ্য যে এদেশে তালেবানি শাসন প্রতিষ্ঠা করা এতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ তার মত এরকম একটা লোককে আইন উপদেষ্ট সসম্মানে তার কার্যালয়ে ডেকে আনলেন এবং তার দাবির সাথে একমত পোষন করলেন। আমরা এ কোন দেশে বসবাস করছি?

এদেশে যেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তাতে মনে হয় ধর্ম নিয়ে কোনো কথাই বলা যাবে না। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করলেই এদেশে ‘ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত’ হিসেবে ধরা হয়। ধর্মীয় অনুভূতি যেন মহার্ঘ্য কোনো বস্তু! ধর্মীয় অনুভূতির সংজ্ঞা কি? রাষ্ট্র কি এটা সংজ্ঞায়িত করে দিবে?

তাসমিনা হোসেন,  
মিরপুর,ঢাকা।